নিসিল-৭০ (ভেট) ওরাল পাউডার

ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী ব্যবহার্য

(নিওমাইসিন সালফেট ইউএসপি)

কার্যকরী উপাদানঃ
প্রতি ১০০ গ্রাম পাউডারে রয়েছে-
নিওমাইসিন সালফেট ইউএসপি ৭০.০০ গ্রাম

বিবরণ ঃ নিওমাইসিন সালফেট একটি বিস্তীর্ণ বর্ণালী ক্ষমতা সম্পন্ন অ্যামিনোগ্লাইকোসাইড এন্টিবায়োটিক ঔষধ যা স্ট্রেপ্টোমাইসেস ফ্রেডিয়ার বিপাকীয় পণ্য থেকে পাওয়া যায়। এটি গ্রাম পজিটিভ ও গ্রাম নেগেটিভ উভয় প্রকার ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে সক্রিয়।

ফার্মাকোলজি/কার্যপ্রণালী ঃ
নিওমাইসিন সালফেট সংবেদনশীল ব্যাকটেরিয়ার ৩০এস রাইবোসোমাল সাব ইউনিটের সাথে আবদ্ধ হয়ে রাইবোসোমগুলিকে বাধা দেয় এবং ব্যাকটেরিয়ার প্রোটিন সংশ্লেষণ ব্যাহত করে যা ব্যাকটেরিয়ার বেঁচে থাকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাকটেরিয়াল ট্রান্সলেশন সাধারণত এমআরএনএ দ্বারা ৩০এস রাইবোসোমাল সাব ইউনিটের সাথে আবদ্ধ হয়ে শুরু হয় এবং পরবর্তীতে ৫০এস-এর সাথে আবদ্ধ হয়ে প্রসারিত হয়।

নির্দেশনা/ব্যবহার ক্ষেত্র ঃ
নিসিল-৭০ (ভেট) ওরাল পাউডার (নিওমাইসিন সালফেট) বাছুর, ছাগল, ভেঁড়া, শূকর এবং হাঁস-মুরগির নিওমাইসিনের প্রতি সংবেদনশীল ব্যাকটেরিয়া যেমন- ই-কোলাই, সালমোনেলা, ক্যাম্পাইলব্যাক্টর প্রজাতি, পাস্টুরেলা, ষ্টাফাইলোকক্কাই ও লিসটেরিয়া প্রজাতি দ্বারা সৃষ্ট রোগের চিকিৎসায় নির্দেশিত।
নিসিল-৭০ (ভেট) ওরাল পাউডার মাছ ও চিংড়ির ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ যেমন-লেজ পঁচা, ত্বকের ক্ষত রোগের ক্ষেত্রে ব্যবহার্য।

মাত্রা ও প্রয়োগবিধি ঃ
মুখে খাওয়ার জন্য।
বাছুর, ছাগল ও ভেঁড়া: প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ১০ মি.গ্রা. নিওমাইসিন সালফেট এই হিসাবে পরপর ৩-৫ দিন খাওয়াতে হবে।
পোল্ট্রি: প্রতি ২০ লিটার খাবার পানিতে ৩ গ্রাম পাউডার মিশিয়ে পরপর ৩-৫ দিন খাওয়াতে হবে।
গবাদি প্রাণি ও ঘোড়া: ১০ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ১ গ্রাম এই হিসাবে পরপর ৪-৫ দিন খাওয়াতে হবে।
শূকর: ৩ গ্রাম পাউডার প্রতি ২০ লিটার খাবার পানিতে মিশিয়ে ৩-৫ দিন খাওয়াতে হবে।
মাছ ও চিংড়ি: ২ গ্রাম নিসিল-৭০ ভেট পাউডার ২৫ কেজি খাদ্যে পরপর ৫-৭ দিন ব্যবহার্য।
অথবা রেজিস্টার্ড প্রাণি চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার্য।
"শুধুমাত্র রেজিস্টার্ড প্রাণি চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী বিক্রয়/সেবনযোগ্য"।
"ব্যবস্থাপত্রে উল্লেখিত পরিমাণের অধিক ব্যবহার করা যাবে না"।
"রেজিস্টার্ড প্রাণি চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক এন্টিবায়োটিকের Full Course সম্পন্ন করুন"।

প্রতিনির্দেশনা ঃ নিওমাইসিনের প্রতি অতিসংবেদনশীল প্রাণি ও পাখির ক্ষেত্রে **নিসিল-৭০ (ভেট)** ওরাল পাউডার প্রতিনির্দেশিত। কিডনী বা যকৃত রোগে আক্রান্ত প্রাণির ক্ষেত্রে নিওমাইসিন সালফেট ব্যবহার করা উচিত নয়।

সতর্কতা ঃ মুখে অ্যামিনোগ্লাইকোসাইড দীর্ঘস্থায়ী ব্যবহারের ফলে ব্যাক্টেরিয়াল বা ফাংগাল সুপার ইনফেকশন হতে পারে। অ্যামিনোগ্লাইকোসাইড রেনাল মেকানিজমের মাধ্যমে নির্গত হয় বিধায় নবজাতক ও বয়স্ক প্রাণিতে ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। ঔষধ মিশ্রিত খাবার পানি ২৪ ঘন্টার মধ্যে ব্যবহার করা উচিত।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ঃ
সাধারণ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া: উল্লেখিত মাত্রা অনুয়ায়ী সঠিকভাবে ব্যবহার করলে কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় না।
বিরল পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া: শ্রবণশক্তি ও ভারসাম্য সংবেদন প্রভাবিত হতে পারে। কিডনীর ক্ষতি এবং নিউরোমাসকুলার ব্লকেজ হতে পারে। দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারের ফলে ভিটামিন বি এবং কে এর অভাবজনিত জটিলতা দেখা দিতে পারে যা মাইক্রোবায়োলজিক হজমের অসুবিধার কারণে ঘটে থাকে।

গর্ভবতী, দুগ্ধবতী বা ডিমপাড়া প্রাণিতে ব্যবহারঃ দুগ্ধদানকারী প্রাণিতে নিওমাইসিন সালফেট ব্যবহার করা উচিত নয় যদি মানুষের ব্যবহারের জন্য দুগ্ধ উৎপাদন হয়। মানুষের ব্যবহারের জন্য ডিমপাড়া মুরগিতে ও গর্ভবতী প্রাণিতে ব্যবহার অনুচিত।

ঔষধের মিথষ্ক্রিয়া ঃ
ঔষধের সাথে: নিওমাইসিন মুখে সেবনকৃত পেনিসিলিনের শোষণ/কার্যকারিতা হ্রাস করে। ফেনোথায়াজিনসহ পেশী শিথিল জাতীয় বা অনুভূতিনাশক ঔষধের সাথে নিওমাইসিন সালফেট ব্যবহার করা উচিত নয়।
খাদ্য ও অন্যান্যর সাথে: মিথষ্ক্রিয়া নেই।

মাত্রাধিক্যতা ঃ অজানা

প্রত্যাহার কাল ঃ
হাঁস-মুরগি: মাংস-০০ (শূণ্য) দিন; ডিম- ০১ (এক) দিন।
গবাদি প্রাণি, ছাগল-ভেঁড়া ও শূকর: মাংস-০১ (এক) দিন; দুধ- ০১ (এক) দিন।

সংরক্ষণ ঃ আলো থেকে দূরে, ঠান্ডা (৩০° সেঃ তাপমাত্রার নিচে) ও শুষ্ক স্থানে রাখুন। সকল ঔষধ শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

সরবরাহ ঃ ৫ গ্রাম, ১০ গ্রাম, ২০ গ্রাম, ১০০ গ্রাম ও ৫০০ গ্রাম স্যাশেট/কন্টেইনারে সরবরাহ করা হয়।



প্রস্তুতকারক ঃ
সুপার পাওয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিঃ
বেলাব, নরসিংদী, বাংলাদেশ।
Super Power Web: www.superpowerpharma.com